ভিক্টোরিয়ার সামনে ইমতিয়াজ আলি। ছবি: বিপ্লব মৈত্র

হিংসাত্মক গল্প বানাতে চাই না

কলকাতায় এসে বললেন সারা দেশে আলোড়ন তোলা 'ম্যায় ওয়াপস আউঙ্গা'র পরিচালক **ইমতিয়াজ আলি**। তাঁর সঙ্গে কথা বললেন **সঙ্কর্ষণ বন্দ্যোপাধ্যায়**

● **'ম্যায় ওয়াপস আউঙ্গা' ছবির জন্য এই শহরে ওয়াপস এসে কেমন লাগছে?**

●● এই শহরের টানেই বারবার ফিরে আসি। কারণ, কলকাতা আমার কাছে সব থেকে প্রিয় শহর। জামশেদপুরে আমার বড় হয়ে ওঠা। তাই ছোটবেলা থেকেই এই শহরের সঙ্গে সম্পর্ক। সময়-সুযোগ পেলেই ফিরে আসি এই শহরে। এবার আসা 'ম্যায় ওয়াপস আউঙ্গা' এই শহরের দর্শকদের কেমন লাগছে, তাঁদের মনের কথা জানতে, ইমোশনের সঙ্গী হয়ে হলে গিয়ে তাঁদের ভাল লাগার কথা শুনব বলেই।

● **দেশভাগের প্রেক্ষাপটে প্রেমের এই গল্প কি সত্যি ঘটনার ওপরে ভিত্তি করেই?**

●● হ্যাঁ। একেবারেই এটা কোনও এক ব্যক্তির গল্প নয়। অনেক মানুষের গল্প। দেশভাগের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিয়ে আজও যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা শুনেই এই ছবির গল্প।

● **এখনকার হিট ছবি মানেই ভয়ঙ্কর হিংসা আর প্রতিশোধের উন্মাদন। সেখানে শ্রোতের বিপরীতে হেঁটে নির্ভেজাল প্রেমের ছবি। কতটা ঝুঁকি ছিল?**

●● এটা ঝুঁকি নয়। এখন দর্শকের কনটেন্ট খেকার অভ্যাস বদলেছে। আমি হিংসাত্মক গল্প বানাতে চাই না। আমার মনে হয়, সব ধরনের ছবিই দর্শক উপভোগ করতে পারেন, যদি ছবি ছিটা ঠিকঠাক বানানো হয়।

● **ছবিতে ইশার সিংয়ের চরিত্রে নাসিরুদ্দীন শাহকে দিয়ে ৮২ বছরের বৃদ্ধের ভূমিকায় অভিনয় করানোর অভিজ্ঞতা?**

●● নাসিরুদ্দিন শাহ একজন লেজেন্ড। ক্যামেরার পিছন থেকে 'স্মৃতিভ্রংশ রোগে আক্রান্ত এবং দেশভাগের বেদনাদায়ক স্মৃতিতে ভারাক্রান্ত ইশারের চরিত্রটিকে নাসির সাহেব যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, আমি অভিভূত। আমার মনে হয়, ওঁর অনাদর সেরা অভিনয়। সেটে নাসির সাহেব চরিত্রে ডুবে থাকতেন এবং অভিনয় নিয়ে উদ্বেজিত থাকতেন।

● **আগেও বলেছেন, কলকাতার স্ট্রিট ফুড থেকে বিরিয়ানি সবকিছুই আপনার প্রিয়। এবার কি কিছু খেয়ে দেখেছেন?**

●● কাল রাত বারোটায় শহরে এসেছি। এখনও তেমন কিছু খেয়ে দেখা হয়নি। কলকাতার মটন বিরিয়ানি আমার খুবই প্রিয়। দুপুরে সেটাই অর্ডার করেছি।

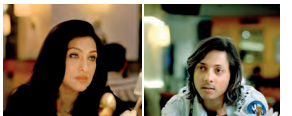

আলো-অন্ধকারে

নেভারমাইন্ড। প্রথম ছবিতেই পরিচালক হিসেবে দক্ষতা স্পষ্ট করলেন চৈতী ঘোষাল। অভিনেত্রী ও প্রযোজক হয়ে পাশে দাঁড়ালেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত।

অলোকপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়: প্রথম ছবি পরিচালনায় এসে গতানুগতিক ফর্মুলা অগ্রাহ্য করে চৈতী ঘোষাল তৈরি করেছেন 'নেভারমাইন্ড'। বাংলা ছবিতে ইংরেজি নামটিকে মুক্তিগ্রাহ্য করে তুলেছেন তিনি। কারণ, এই ছবির কেন্দ্রে পার্ক স্ট্রিটের যে পানশালা, তার নাম 'নেভারমাইন্ড'। ফলে, ছবি দেখার পর এই নাম নিয়ে কোনও আপত্তি থাকার কথা নয়।

এই পানশালায় এক যুবক, আংলো-ইন্ডিয়ান জুড় সেবাস্ত্রিয়ান (অমর্ত্য রায়) গান করে। হিন্দি গান নয়। বাংলা রক। সেই গানে মুগ্ধ পানশালার নিয়মিত অতিথিরা। এই পানশালাতেই একদিন এসে হাজির তুলা লাহিড়ী (ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত)। তুলা থাকে বিদেশে। কলকাতায় এলে তুলা খোঁজ করে একজনের, যার নাম লোহিত সেন।

এখানেই জুডের সঙ্গে তুলার পরিচয়। দুই অসমবয়সির দ্বন্দ্বময় বন্ধুত্ব। জুড় দুর্দান্ত গান করলেও, তার জীবন অনেকটাই অন্ধকারাচ্ছন্ন। সেই সুবাদে পার্ক স্ট্রিটে আলোছায়াময় গলিঘুঁজি, অপরাধ-জগতের লোকজন জীবন্ত হয়ে ওঠে। তাদের সঙ্গে জুডের সম্পর্ক ঘোর-প্যাঁচে ভরা। এই পানশালায় জন্ম যারা আসে, তারাও নানান সমস্যার বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে। তারই মাঝখানে জুড়ের আলো-অন্ধকারময় জীবন ও তুলার রহস্যময় অনুপ্রবেশ।

শেষ পর্যন্ত এই ছবিতে ঢমক আছে। বিস্ময় আছে। তা সত্ত্বেও চৈতী তাঁর ছবিকে অনিতিচারীয় করে তোলেননি। এটাই ছবিটির হিসেবে তাঁর আর্থুনিকতা। তবে, ছবির দৈর্ঘ্য আরেকটু সম্পাদনা করার সুযোগ ছিল।

অভিনয়ে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য জুডের ভূমিকায় চৈতী-পুত্র অমর্ত্য। স্বাভাবিক তাঁর অভিনয়। গানের ক্ষেত্রেও নিখুঁত কণ্ঠে তুলেছেন তিনি। এবং তুলার চরিত্রে ঋতুপর্ণার অভিনয় গভীরতাস্পর্শী। জীবনের রহস্য এবং অনুচ্চারিত তাঁর চরিত্রে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অন্যান্য চরিত্রে জিতেন্দ্রনাথ ভড়ালিয়ে মুখোপাধ্যায়, শুভজিৎ দত্ত, সুজয়প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অন্যরা বিশ্বনাথন, মিঠুন দেবনাথ, অনুজ্ঞা চক্রবর্তী প্রমুখ।

রূপম ইসলামের গান ও সঙ্গীত পরিচালনা এ ছবির সম্পদ। এবং শেষ দিকে, এই শহরের পথে, রূপম ইসলামের প্রবেশ ছবিটিকে, বিষাদ পেরিয়ে আনন্দময় করে তোলে। এবং পরিচালক হিসেবে চৈতী আসান দিলেন, নানান ডামলার ছবি নিয়ে তিনি আবার আসবেন। এবং উল্লেখ থাকুক, পরিচালকের এই প্রথম ছবিতে শুধু অভিনেত্রী নন, প্রযোজক হিসেবেও তাঁর পাশে ছিলেন ঋতুপর্ণা। এটাও, বাংলা ছবির জন্য, ভরসার কথা।

অর্ধাঙ্গিনী নয়, নারীরা পূর্ণাঙ্গিনী

বললেন **চূর্ণী গঙ্গোপাধ্যায়**, তাঁর নতুন ছবি 'আজও অর্ধাঙ্গিনী' মুক্তির আগের দিনে। গতকাল মুক্তি পেল কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের এই ছবি। চূর্ণীর সঙ্গে কথা বললেন **অলোকপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়**।

● **'অর্ধাঙ্গিনী' মুক্তির তিন বছর বাদে মুক্তি পেল 'আজও অর্ধাঙ্গিনী'। ছবির কেন্দ্রে সেই তিন চরিত্রই— 'মেঘনা' জয়া আহসান, 'সুমন' কৌশিক সেন এবং 'শুভ্রা' আপনি। 'অর্ধাঙ্গিনী'র সিক্যুয়েল তো এই ছবি?**

●● নিশ্চয়ই সিক্যুয়েল। তবে, 'অর্ধাঙ্গিনী' যাঁরা দেখেননি, তাঁদেরও কোনও অসুবিধে হবে না এই ছবি বুঝতে। যদিও, আগের ছবিরি কিছু ক্লিপ দিয়ে শুরুতে রেকারটেল তো অবশ্যই আছে। এবং এই ছবিতে নতুন চরিত্রও যুক্ত হয়েছে।

● **সিক্যুয়েল তৈরিটা জরুরি হয়ে উঠল কেন?**

●● আসলে, 'অর্ধাঙ্গিনী' যখন রিলিজ করল, তখন হল-ভিজিট করার সময় প্রচুর দর্শকের দাবি ছিল, এই ছবির সিক্যুয়েল চাই। এই দাবি সাচ্চী ছিলাম জয়া, আমি এবং আমাদের পরিচালক কৌশিক। সেই দাবিরই ফলশ্রুতি এই ছবি। 'অর্ধাঙ্গিনী'র গল্প যে ওখানেই শেষ হয়নি, এই ছবিটা দেখলে সেটা স্পষ্ট হবে।

● **'অর্ধাঙ্গিনী' পুরুষতন্ত্রের মুখোশটা খুলতে চেয়েছে। 'আজও অর্ধাঙ্গিনী'র মূল বার্তাও কি তাই?**

●● ছবি রিলিজের আগে সেটা বলতে চাই না। তবে, 'অর্ধাঙ্গিনী' এবং 'আজও অর্ধাঙ্গিনী'-ও একটা গভীর জীবন দর্শনের কথা বলেছে। এবং বলতে চেয়েছে।

● **আপনি এই ছবির পরিচালকের স্ত্রী। প্রচলিত অর্থে অর্ধাঙ্গিনী। কিন্তু, এই বিশেষ শব্দটা কি নারীদের ছোট করে না? বিবাহিত পুরুষদের তো 'অর্ধাঙ্গন' বলা হয় না।**

●● একদম ঠিক বলেছেন। অভিধানে শুধু 'অর্ধাঙ্গিনী' শব্দটা রাখাও তো পুরুষতন্ত্রের খেলা। এই ছবিতে আমার চরিত্র এরা এসব মেনেনকে বলছে, নারী নাকি অর্ধেক। অর্ধাঙ্গিনী। তা হলে দুই অর্ধেক মিলে একটা পূর্ণ নারী হয়ে উঠি আমরা।

● **তা হলে অর্ধাঙ্গিনী শব্দটাকে আপনি অস্বীকার করেন?**

●● একজন নারী কেন অর্ধাঙ্গিনী হবে? 'অর্ধ' কেন? নারীরা তো পূর্ণাঙ্গিনী। এটাই আমার বিশ্বাস। বিবাহিত মানে আমি কি কারও অর্ধেক হয়ে যাচ্ছি? সেইভাবে কি বেঁচে সুখ আছে? সম্পূর্ণ ভাবে বাঁচলে, পূর্ণ ভাবে বাঁচলে, তবেই এ জীবনের সার্থকতা।

● **এই মাসটা তো আপনাদের পারিবারিক নিজের উদযাপন। কৌশিকের 'আজও অর্ধাঙ্গিনী' মুক্তি পাচ্ছে। এ মাসের শেষেই আপনাদের পুত্র উজ্জানের পরিচালনায় 'কাতুকুতু বুড়ো'র মুক্তি পাচ্ছে।**

●● সত্যিই, এটা একটা উদযাপন। আর, আমি, দুটো ছবিতেই আছি, এটা একটা বড় প্রাপ্তি।

● **আপনি দুটো ছবি এর আগে পরিচালনা করেছেন। নতুন ছবি পরিচালনার উদ্যোগ নিচ্ছেন?**

●● দেখুন, অভিনেত্রী হিসেবে বহু বছর আমি সিনেমার সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু পরিচালক হিসেবে তো নতুন। তাই, এখন যা পরিস্থিতি, তাতে যে সব পরিচালক বক্স অফিসে রিটার্ন দিতে পারবেন, তাঁদের কাছেই প্রযোজকরা আসবেন। ফলে, আমি শুধু উদ্যোগ নিলেই হবে না। পরিচালনার একটা কাজ পেতে আমাকে তাই বেগ পেতে হবে। কিন্তু ইচ্ছেটা ভেতরে জেগেই আছে।

● **পরিচালনার কাজে বেগ পেতে হবে, বললেন। কিন্তু সিনেমাতেও আপনি তো খুব বেশি ডাক পান না। একটা ভাল চরিত্রের জন্যে আপনাকে কোন কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবির জন্যেই অপেক্ষা করতে হবে?**

●● এর উত্তরটা অন্য পরিচালকরাই দিতে পারবেন। আর, কৌশিকের সব ছবিতেই তো আমি নেই। যে চরিত্রটা আমার সঙ্গে যাবে, তেমন চরিত্রই কৌশিক আমাকে অফার করে। বাংলা ছবিতে আরও কাজ করতে ইচ্ছেটা অনেক রয়। কিন্তু তেমন 'অফার' ইতস্তত থেকে নেই বলে আমার কোনও রাগ বা অভিমান নেই। হয়তো আমার সঙ্গে 'সুটেবল' চরিত্র নেই বলেই অফার পাইনি। আবার, অনেক চরিত্র আমার পছন্দ হয়নি বলে করিওনি। কিন্তু আমার কোনও আক্ষেপ নেই। অভিনেত্রী সত্তাটাই আমাকে একজন উজ্জ্বল ছবুরে রাখে, এমনটা নয়। জীবনে ভাল থাকার জন্য আমার অনেক রসদ আছে। আমি স্কুলে পৌঁছে প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে দেরিতে 'ফিনিশিং' লাইনে পৌঁছোতাম। কিন্তু বেসটা আমি শেষ করতাম। ধাক্কাধাক্কি করে আমি এগিয়ে যেতে চাই না। আর, সত্যি কথা বলতে কী, জীবনেও আমার চাহিদা খুব কম। আমি আরাম্ভে থাকি।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক | **Indian Bank** | **ALLAHABAD** | **ইলাহাবাদ**

জোনাল অফিস, কলকাতা নর্থ
জিডি-৩৭৭/৩৭৮, সল্ট লেক, সেক্টর-III,
কলকাতা-৭০০১০৬

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট IV-A [রুল ৯(১)-এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য]

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯(১)-এর সংস্থানসমূহ-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা জনসাধারণ-সহ বিশেষ সুরক্ষিত ঋণদাতারকে সাধারণ এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সুরক্ষিত ঋণদাতার পাওনা অর্থাৎ পুনরুদ্ধারের জন্য এখানে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি/গুলির দখল নিয়েছেন যেখানে ২৭.০৭.২০২৬ তারিখে 'যেখানে আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেমন আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

ক্রম সং	ক) ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম ও ঠিকানা খ) শাখার নাম	দায়ভার / বন্ধকি সম্পত্তির বিবরণ	গ) সরকার মূল্য ঘ) বায়না জমা (ইএমডি) ঙ) বিড বাড়ানোর অঙ্ক চ) সম্পত্তির আইডি নং ছ) সম্পত্তি দখল করা (যদি থাকে) জ) দখলের প্রকৃতি (প্রতীকী/ বাস্তবিক) ঝ) বকেয়া অর্থাঙ্ক
১.	ক) মেসার্স রাধা কৃষ্ণা ট্রেডার্স, প্রোপ্রাইটর নাম ও ঠিকানা: শ্রী শ্যামসুন্দর সাহা (গ্যারান্টার), শ্রী রাম সরকার, শ্রী শ্যাম সরকার, কাজলমারি, থানা- রামনিলয়, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২৬০৮ খ) ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা) শ্রী বাসুদেব সাহা, শ্রী রাম সরকার, শ্রী শ্যাম সরকার, কাজলমারি, থানা- রামনিলয়, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২৬০৮ মহাশয়/ মহাশয়া,	নিম্নোক্ত সম্পত্তির অপরিবর্তনীয় সমস্ত অংশের স্থিতি ও বিবরণ: একটি দক্ষতর বিশিষ্টতার গ্রাউন্ড ফ্লোরে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব দিকে অবস্থিত সমান মাপবেশি ৭০০ বর্গফুট পরিমাপের একটি আবাসিক ফ্ল্যাট এবং এর সাথে আসীন অবিভক্ত অনুপার্জিত অংশ সহ, অবস্থান: মৌজা- বাঁশবেড়িয়া, জে.এল নং- ৪২, সি এস হাল নং- ১৯৫(পি), জে এল নং- ২৩, মোহিনী নং- ৮২, মোহিনী নং- ২৫৫, দুর্গা মন্দির থানা কলোনি (অঞ্চলসমূহ), থানা- অমলন, ওয়ার্ড নং- ১৬, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা। ভালিদা নং- ১৮৩৪, পিন ৭১৩১৩০। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর**- শ্রী উদ্ভব্য ঘোষ চৌধুরীর সম্পত্তি; **দক্ষিণ**- শ্রী নন্দী নারায়ণ সাহা ও অন্যান্য; **পূর্ব**- নন্দী নারায়ণ সাহা এবং সাধন কর্মকারের সম্পত্তি; **পশ্চিম**- শ্রী নারায়ণ চন্দ্র সাহা এবং শ্রী দুলাল সাহার সম্পত্তি।	ক) ₹৩,৫৯,০০,০০০.০০ খ) ₹৩,৬০,৪৯০.০০ গ) ₹১,০০,০০০.০০ ঘ) IDIBH5049798467 ঙ) সম্পত্তির উপর কোনো দায়বদ্ধতা নেই চ) ব্যাঙ্কিক কব্জা ছ) ₹৩,২৯,৭৪৯.০০ (সাড়ে তিন লক্ষ সাতানব্বই হাজার তিনশো ছেচল্লিশ টাকা মাত্র) ১৭.০৯.২০২২ তারিখ পর্যন্ত

ই-নিলামের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২৭.০৭.২০২৬; সময়: সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা

অনলাইন বিড আশাপ্রার্থ করতে বিডারদের আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট **(https://www.baanknet.com)**-এ যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রাক্তিনত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ০-২২১২২০২০ নম্বরে কল করুন। রেজিস্ট্রেশন স্টাটাস এবং ইএমডি স্টাটাস জানতে অনুগ্রহ করে support@c1india.com -এ ই-মেল করুন।

সম্পত্তির বিবরণ, সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের বিষয় ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ভিজিট করুন: **https://www.baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত কোনো স্পষ্টীকরণের জন্য, অনুগ্রহ করে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর সাথে যোগাযোগ করুন, যোগাযোগ নম্বর ১-২২১২২০২০।

https://www.baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি খোঁজার সময় বিডারদের উপরে উল্লিখিত **Property ID** নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ: ১০.০৭.২০২৬
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত আধিকারিক
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

সৃষ্টি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড
সিআইএন: L65922WB1990PLC049541
রেজিস্টার্ড অফিস: ডাই নং ৪৭-১, ২ এবং ৩, ব্লক-ইসি, সেক্টর-V, সল্টলেক সিটি,
কলকাতা-৭০০০৯১ টেলিফোন নং: ০৩৩ ৪০১০ ২৩০০
ওয়েবসাইট: www.shristicorp.com; ই-মেল: investor.relations@shristicorp.com

বাস্তবিক সিকিউরিটিজ হস্তান্তর এবং ডিমাটেরিয়ালাইজেশনের জন্য স্পেশাল উইন্ডো

১৪.০৫.২০২৬ তারিখে সংঘটনের প্রয়োজনে অতিরিক্ত হিসেবে এবং ৩০.০৩.২০২৬ তারিখে সেবি সার্কুলার নং এইচও/৩৩/সিএফডি/সিএফডি-টিপিডি/সিআই/৩৫/২০২৬ অনুসারে, এক্সচেঞ্জ সমস্ত শেয়ারহোল্ডারকে জানানো হচ্ছে যে ৩০.০৩.২০২৬ তারিখের পূর্বে বিক্রির নথিভুক্ত সিকিউরিটিজগুলির হস্তান্তর এবং ডিমাটেরিয়ালাইজেশন সংক্রান্ত রিকোয়েস্ট গ্রহণের জন্য ০৫.০৫.২০২৬ থেকে ০৪.০৬.২০২৬ পর্যন্ত এক অন্তের জন্য একটি স্পেশাল উইন্ডো খোলা হবে। উক্ত স্পেশাল উইন্ডোটি ফার্স্ট ডিপোজিটরি সলিউশনসের কাছে উপলব্ধ হবে যেখানে শেয়ারহোল্ডাররা তাঁদের ফিজিক্যাল শেয়ার সার্টিফিকেটগুলি জমা দিতে পারবেন এবং ডিমাটেরিয়ালাইজেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারবেন। এই ধরনের হস্তান্তরগুলি কেবলমাত্র ডিমাট মোডে করা যাবে। উক্ত স্পেশাল উইন্ডোটি ০৫.০৫.২০২৬ থেকে ০৪.০৬.২০২৬ পর্যন্ত এক অন্তের জন্য একটি স্পেশাল উইন্ডো হিসেবে খোলা হবে। উক্ত স্পেশাল উইন্ডোটি ফার্স্ট ডিপোজিটরি সলিউশনসের কাছে উপলব্ধ হবে যেখানে শেয়ারহোল্ডাররা তাঁদের ফিজিক্যাল শেয়ার সার্টিফিকেটগুলি জমা দিতে পারবেন এবং ডিমাটেরিয়ালাইজেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারবেন। এই ধরনের হস্তান্তরগুলি কেবলমাত্র ডিমাট মোডে করা যাবে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য এবং ইচ্ছুক বিনিয়োগকারীদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তাঁরা যেন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.shristicorp.com; ই-মেল: investor.relations@shristicorp.com এবং/অথবা রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ফার্স্ট ডিপোজিটরি সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট www.fdscl.com; ই-মেল: ravi@fdscl.com; টেলিফোন নং: ০৩৩ ২২১৫ ০২০২ এবং ০৩৩ ৪০০৬ ০১৮৪ দেখুন।

বোর্ডের আদেশানুসারে
সৃষ্টি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড-এর পক্ষে
কৃষ্ণ কুমার গোয়েঙ্কা
স্থান: কলকাতা কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার
তারিখ: ১১.০৭.২০২৬

কেনারা ব্যাঙ্ক Canara Bank | **Syndicate Syndicate**

১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তি

নিউনগর সারসাবাদ শাখা
পোস্টঃ- কলাডাঙ্গা, জেলা- পশ্চিম দক্ষিণবঙ্গ, পিন-৭৪২৩০৪

ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ বন্ধকদাতার প্রতি

রেফারেন্স নং: RO/BRMP/R&L/13(2)/B SAHA/2026-27/47 তারিখ: ০৯.০৭.২০২৬

প্রতি:
১. শ্রী বাসুদেব সাহা (ঋণগ্রহীতা), পিতা মানোজ সাহা, গ্রাম- সরবনাকুপর, কাজলমারি, থানা- রামনিলয়, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২৩০৮
২. শ্রীমতী উমা সাহা (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা), স্ত্রী বাসুদেব সাহা, গ্রাম-সরবনাকুপর, কাজলমারি, থানা- রামনিলয়, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২৩০৮
মহাশয়া/ মহাশয়ে,

বিষয়: সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(২) ধারাধীনে দাবির নোটিস।

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (এখানে এর পরে 'উক্ত অ্যাক্ট' হিসেবে উল্লিখিত)-এর অধীনে **কানারা ব্যাঙ্ক, সারসাবাদ শাখা (এখানে এর পরে 'সুরক্ষিত ঋণদাতা' হিসেবে উল্লিখিত)**-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নক্ত বিষয়কর্তার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগকারীর প্রতি নিম্নবর্ণিতকারে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করছেন:

শ্রী বাসুদেব সাহা এবং শ্রীমতী উমা সাহা (এখানে এর পরে 'ঋণগ্রহীতা' রূপে উল্লিখিত) এখানে **'বন্ধকদাতা' এবং 'জামিনদার' এবং/ অথবা 'দায়ভার'** হিসেবে তাঁদের অধীনে সুবিধাদি ও ঋণ প্রদান করেছিলেন এবং সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুকূলে জামিনপ্রিন্সিপ্রত্র(সমূহ) সম্পাদন করেছিলেন। উক্ত আর্থিক সহায়তা গ্রহণের সময় উপরোক্ত চুক্তির শর্ত ও নিয়মাবলি অনুসারে উক্ত ঋণের আর্থাঙ্কসমূহ পরিশোধে আপনাদের দায়বদ্ধতা স্বীকার করেছিলেন।

আপনারা (**বন্ধকিল 'বি'**- যে উৎসিবির বাড়ি) এখানে নীচের **তফসিল 'বি'**- তে বর্ণিত সুরক্ষিত পরিসম্পদের শ্রেণিকে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন।

তফসিল 'এ' এবং 'বি'

[ঋণগ্রহীতা দ্বারা গৃহীত ঋণের সুবিধা সম্পর্কিত তথ্য]

ঋণের প্রকৃতি (লোন অ্যাকাউন্ট নং)	ঋণের অর্থাঙ্ক (₹)	০২.০৭.২০২৬ অনুযায়ী সুদ সমেত দায়	সুদের হার
হাউজিং লোন (৪৩০৬৪৩৯০০০০০০)	₹১০,০০,০০০.০০	₹৪,৫৪,৩৪০.৭৯ + ০২.০৭.২০২৬ থেকে প্রযোজ্য হারে সুদ	৯.৯৫%

আপনাদের দ্বারা আমাদের অনুকূলে স্বাক্ষরিত বিধিবৎ গ্রাহকিক নথির মাধ্যমে এখানে নীচের **তফসিল 'বি'**- তে বর্ণিত ও সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর ৩ নং নিয়মের অধীনে প্রদত্ত বিধিবৎ নোটিস জারি করা হয়েছিল যাতে আপনারা উক্ত নোটিসের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে উক্ত নোটিসে উল্লিখিত **৩১.০১.২০২৬ তারিখে এই ব্যাঙ্ক উক্ত ঋণটি অনুৎপাদক পরিসম্পদ (এনপিএ)** হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করেছে। সেই কারণে, একত্রগত আসরে উক্ত অ্যাক্টের ১৩(২) ধারাধীনে জারিকৃত এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে বাট (৬০) দিনের মধ্যে ০২.০৭.২০২৬ তারিখে ডিউভিত্তে আপনাদের দায় বাবদ **₹৪,৫৪,৩৪০.৭৯** (চার লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার চারশো চল্লিশ টাকা এবং ঊনআশি পয়সা মাত্র), তদসহ নোটিসের তারিখ থেকে উদ্ভূত সুদ, অনুষঙ্গিক খরচা ও আনুষঙ্গিক পরিব্যয়ে আমাদের অনুকূলে, অত্র অনন্য হলে আদায়ে আসতে ৩(৪) না ধারাধীনে আমরা সকল বা যে কোনও অধিকার প্রয়োগে বাধ্য হব।

পাশাপাশি, আমাদের অন্যান্য দায়িত্ব অনুযায়ি উদ্ভূত এখানে নীচের **তফসিল 'বি'**- তে বর্ণিত সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলির সিয়ে কোনও প্রকার দেনদেন না-করার জন্য আপনাদের সকর্ক করে দেওয়া হচ্ছে। আপনারা আরও এর/তা বিস্তারিত জন্য যে কোনও অফিসের অফিসের প্রতি উপলব্ধ অফিসারের প্রতি পরামর্শ/বিধিবৎ নোটিস দেওয়া এই সিকিউরিটি হবে বলে মনে করি।

সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে চাইলে আপনারা বিষয়ে সারসাবাদের আই, ২০০২-এর ১৩ নং ধারার (৮) নং ধারাধীনে সাস্থানধলির প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

পাথায় উপলব্ধ তথ্য অনুসারে আপনাদের সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানাতেও এই দাবি বিজ্ঞপ্তিটি প্রাক্তিকৈকারক- সহ রেজিস্টার্ড পোস্টে আমরা প্রেরিত হয়েছে।

তফসিল 'বি'

জমি জমির ও একতলা বাড়ির সম্পত্তির সমস্ত অংশের, মৌজা- কাজলমারি, জে এল না: ৮২, খতিয়ান না: আর এস ১৭৬৮ এবং ১৮৩২, এল আর ৯৯৩১ এবং ৯৯৩২ এবং গ্রাম না: আর এস এবং এল আর ১৪১৭, ১৪১৮ এবং ১৪৭৩, থানা- রামনিলয়, জেলা- মুর্শিদাবাদ, **শ্রীমতী উমা সাহার নামে।** মোট মাপ ০.১৫ একর। **উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তর- বিদ্যুৎ বসর বসর, দক্ষিণ- অজয় সাহা, পূর্ব- রাস্তা না ১৪৭৩; পশ্চিম- শিবানি সাহা।

তারিখ: ০৯.০৭.২০২৬
স্থান: নিউনগর

অনুমোদিত আধিকারিক
কানারা ব্যাঙ্ক

pnb Housing Finance Limited Ghar Ki Baat

পরিশিষ্ট-IV–A — স্থাবর সম্পত্তি(সমূহ) ই-নিলাম বিক্রির বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(১)-এর সংস্থানসমূহ-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রির বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী **পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড**-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-সহ পঠনীয় সিকিউরিটিইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (এখানে এর পরে 'উক্ত অ্যাক্ট' হিসেবে উল্লিখিত)-এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)-এর প্রতি আহ্বান জানিয়ে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থরাশি ও তার ওপর ভবিষ্যৎ সুদ ও খরচাদি তাঁদের কাছে পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল।

ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) উক্ত বিজ্ঞপ্তিটি গ্রহণ করতে অস্বীকার করায় বা এড়িয়ে যাওয়ায় এবং তা